দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... NOV 16 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ইউনিভার্সিটি অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি চট্টগ্রামের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ ইউনিভার্সিটি অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি চট্টগ্রামের (ইউএসটিসি) অস্তিত্ব আবারও হুমকির সম্মুখীন। সম্প্রতি একজন শিক্ষকের চাকরিচ্যুতিকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেখানে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। কর্মরত চিকিৎসকদের পদত্যাগের ঘোষণায় চিকিৎসা কার্যক্রমও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। পরিচালনা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের স্বার্থরক্ষার রশিটানাটানিতে অত্যন্ত লাভজনক এই প্রতিষ্ঠানটি বহুল আলোচিত ইউসিবিএল ব্যাংকের পরিণতিও বরণ করতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। ক্রমাবনতিশীল অবস্থায় এই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলামের উদ্যোগে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় নগরীর ফয়েজ লেক এলাকায় মনোরম পরিবেশে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন ঘটে। এমবিবিএস মেডিকেল কোর্সে ৪২ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এর যাত্রা শুরু। কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে এটি চট্টগ্রাম ভার্সিটির এপিলেশন পায়। পরবর্তী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইনের আওতায় ১৯৯৩ সালে এটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। ডাঃ নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে জনসেবা ফাউন্ডেশন নামে একটি সংগঠন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে আড়াইশ' শয্যার হাসপাতাল এবং ৪টি অনুষদ চালু হয়েছে। দেশের সহস্রাধিকসহ ৩ শতাধিক বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীও ভর্তি হয়েছে।

সম্প্রতি সেখানকার শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও আর্থোপেডিক বিভাগের শিক্ষক ডাঃ ইমাম উদ্দিনকে চাকরিচ্যুত করা হয়। এতে বিক্ষুব্ধ অধিকাংশ শিক্ষক বিএমএ'র কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। শিক্ষা ও চিকিৎসা কার্যক্রমে বিরত হয়ে তারা ৫ দফা দাবী নিয়ে আন্দোলনে নামেন। ফলে শিক্ষা ও চিকিৎসা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। চিকিৎসা না পেয়ে শত শত রোগী হাসপাতাল ত্যাগ করেছে। বিদেশী ছাত্রছাত্রীরা চরম উৎকণ্ঠায় পড়েছে। দেশের ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ ঠিকানায় চলে গেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পক্ষে-বিপক্ষে ব্যাপক অভিযোগ উঠেছে।

আন্দোলনরত শিক্ষকরা প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অভিযোগ করেছেন, বর্তমান ইউএসটিসি ডাঃ ইসলামের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তাদের অভিযোগ, সেখানে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইনের কোন কার্যকারিতা নেই এবং বৈধ সিন্ডিকেট, ভিসি বা রেক্টর না থাকায় যথেচ্ছাচার চলছে। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, বেতন ও ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিতে কোন নীতিমালা মানা হয় না। মোটা অংকের অনুদানের বিনিময়ে অবৈধ পন্থায় ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। ফলে গত ১০ বছরে ১০০ জন ডাক্তারও বের হয়নি বলে একটি সূত্র জানায়। ভিসি বা রেক্টর না থাকার অভিযোগে ডাঃ ইসলামের স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেটের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। নানাবিধ অনিয়মের প্রতিবাদ করায় ডাঃ ইমাম উদ্দিনকে চাকরিচ্যুত, আন্দোলনরত শিক্ষকদেরকে কর্মচারী দ্বারা নাজেহাল এবং মামলা দায়ের করে প্রশাসন পরিস্থিতিকে জটিল করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যদিকে প্রশাসন সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম চ্যান্সেলর মনোনীত প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ও ভিসি। তার স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেটের বৈধতার প্রশ্ন উদ্দেশ্যমূলক।

এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা বিসিএস ক্যাডারসহ দেশে-বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৯৯৭ সালের ৪ নভেম্বর থেকে চাকরিবিধি বা সার্ভিস রুল কার্যকর হয়েছে উল্লেখ করে বলা হয় যে, শিক্ষক সমিতির সভাপতি হিসেবে সে সময় ডাঃ ইমাম উদ্দিন সার্ভিস রুলে স্বাক্ষর করেছিলেন। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এটি পরিচালনার জন্য জনসেবা ফাউন্ডেশনই যথেষ্ট। তবুও প্রশাসনে স্বচ্ছতার জন্য বৈধ সিন্ডিকেট রয়েছে এবং সিন্ডিকেট বিধিমত কার্যসম্পাদন করে। ডাঃ ইমাম উদ্দিনের চাকরিচ্যুতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ১৯৯৩ সালে তাকে অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু শিক্ষক সমিতির সভাপতি হয়ে তিনি প্রতিষ্ঠানবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হন। কয়েকবার সতর্ক করেও ফল না হওয়ায় চাকরিবিধি অনুসারে সিন্ডিকেট তাকে অব্যাহতি দেয়। শিক্ষকদের ৫ দফা দাবী ও পদত্যাগ সম্পর্কে ইউএসটিসি'র সহকারী সচিব জানান, ৫৯ জন শিক্ষক বিএমএ'র কাছে পদত্যাগ করেছেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু বিএমএ'র সাথে ইউএসটিসি'র কোন সম্পর্ক নেই। তাদের নিয়োগ দিয়েছেন ইউএসটিসি প্রশাসন, বিএমএ নয়। এ ছাড়া তাদের লিখিত কোন দাবীও কর্তৃপক্ষের কাছে আসেনি।

এদিকে, সংকট নিরসনের জন্য সম্প্রতি সিটি মেয়র মহিউদ্দীন চৌধুরী প্রতিষ্ঠানের প্রধান ডাঃ ইসলামের ব্যক্তিগত উদ্যোগ কামনা করে চিঠি দেন। উত্তরে ডাঃ ইসলাম জানিয়েছেন যে, তার শিক্ষাঙ্গন রাজনীতিমুক্ত ও স্থিতিশীল রাখা তার অপরিহার্য দায়িত্ব। বিশৃংখলা ও সমস্যা সৃষ্টিকারীকে কোন দায়িত্বে রাখা সমীচীন নয় বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে সিন্ডিকেট কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে সমস্যা ঘনীভূত হলেও তিনি সজাগ আছেন এবং প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে সার্বিক পরিস্থিতি অবহিত করেছেন বলেও জানান। এ ছাড়া সাংবাদিকদের ডাঃ ইসলাম জানান, বিধি অনুসারে কারো বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গৃহীত হলে অন্যদের কাজে বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই। ইউএসটিসি'র শিক্ষা ও চিকিৎসা কার্যক্রমে জোরপূর্বক বাধা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তিনি সরকারের প্রতি দাবী জানান।

এদিকে, ডাঃ ইমাম উদ্দীনকে পুনর্বহালসহ ৫ দফা দাবীতে শিক্ষকবৃন্দ অটল রয়েছেন এবং সভা-সমাবেশ অব্যাহত রেখেছেন। বিএমএ চট্টগ্রাম শাখা তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। এ অবস্থায় সংকট জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, ১৯৯৩ সালে চ্যান্সেলর ইউএসটিসি'র প্রেসিডেন্ট পদে ডাঃ ইসলামকে নিয়োগ দেন। কিন্তু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সে রকম কোন পদ নেই। আর ভিসি হিসেবে তার নিয়োগের কথা প্রকাশিত না হওয়ায় তার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে জনসেবা ফাউন্ডেশনের বিশ্ববিদ্যালয়টির অনুমোদন থাকায় ফাউন্ডেশনের প্রধান হিসেবে মূলত ডাঃ ইসলামই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাতার ক্ষমতা দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে, ইউএসটিসি'র সিন্ডিকেটে সরকার মনোনীত ৩ জন প্রতিনিধি হিসেবে চট্টগ্রামের মেয়র, বিভাগীয় কমিশনার এবং চট্টগ্রাম ভার্সিটি বা মঞ্জুরি কমিশনের একজন প্রতিনিধি থাকার কথা। কিন্তু তাদের কেউই সেখানে নেই বলে জানা গেছে। অভিযোগ রয়েছে যে, জাতীয় অধ্যাপক তার ক্ষমতাবলে নিজের পছন্দনীয় ব্যক্তিদের নিয়ে সিন্ডিকেট গঠন করেছেন। তার ব্যক্তিত্বের কাছে তারা অনেকটা অসহায়। অভিজ্ঞ মহলের মতে, ডাঃ ইসলাম যেমন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব তেমন তার প্রতিষ্ঠান ইউএসটিসিও আন্তর্জাতিকভাবে সুনাম অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান। এখানে তার যেমন ত্যাগ আছে, তেমনি অনেক ব্যক্তিরও ব্যাপক অবদান আছে। সকলের প্রচেষ্টায় বর্তমানে এটি কোটি কোটি টাকার সম্পদ। এখানে লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হয়। বর্তমান অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি জাতীয় অধ্যাপকের এবং তার প্রতিষ্ঠানের সুনামও নষ্ট হচ্ছে। বছর কয়েক আগে এ প্রতিষ্ঠান নিয়ে গোলযোগ উঠেছিল। চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে তার কন্যার পদোন্নতিকে কেন্দ্র করে বিবিএ অনুষদের সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শ ত্যাগ করেছেন। ফলে সেখানকার অনেক ছাত্র-ছাত্রী অন্যত্র চলে গেছেন বলে প্রকাশ। বর্তমান সংকটের একটি সুষ্ঠু সমাধান না হলে এর পরিণতি কি হয়, বলা মুশকিল।